বিকাশরায় প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিঃএর

নিবেদন

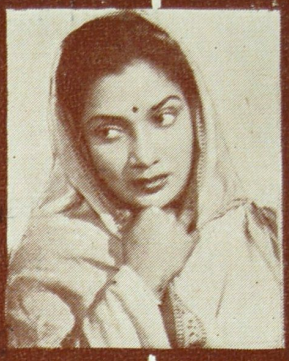

বিকাশরায়
প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিঃ

স্বর্গ মর্ত্য

জনতা রিলিজ

Edna Lorenz

বিকাশরায় প্রোডাক্‌সন্স প্রাইভেট লিঃ এর
সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বর্গ মর্ত্ত্য

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অসীম পাল**

সঙ্গীত পরিচালনা : **কালিপদ সেন**

প্রযোজনা : **সুনীল রায়চৌধুরী**

কাহিনী : প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শব্দধারণ : বাণী দত্ত
কর্ম্মসচিব : বেনু রায়
রূপসজ্জা : নৃপেন চট্টোপাধ্যায়

সংলাপ : শৈলেশ দে
চিত্রগ্রহণ : অনিল গুপ্ত
সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী
শিল্পনির্দ্দেশ : সুনীল সরকার
পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত

প্রচার : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র

যন্ত্র সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা পরিচয় লিখন : বিরাজ সেনগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রী কে, এল, দত্ত।

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনা : অসীম রায় চৌধুরী চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা, কেষ্ট মণ্ডল
শব্দধারণ : ঋষি বন্দোপাধ্যায়, পাঁচু মণ্ডল সম্পাদনা : প্রতুল রায় চৌধুরী
শিল্প নির্দ্দেশ : রবি দত্ত আলোক সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী।

সহকারী ব্যবস্থাপনা
সত্য কর, মহেন্দ্র বিশ্বাস, হীরেন সাহা।

রূপসজ্জা : বৈজুরাম। আলোক সম্পাত : সুধীর, অভিমন্যু, দুখী, সুদর্শন, অবনী ও মারু।

পরিস্ফুটন : কৃষ্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্থিরচিত্র : কান্তিভাই (এডনা লরেঞ্জ)

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্‌ম ল্যাবরেটারিজ-এ পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক :

জনতা পিক্‌চার্স এণ্ড থিয়েটার্স্ লিঃ

স্বর্গ মর্ত্ত্য

ভূমিকা

ভুল····ভুল···মহাভুল···

শ্রীচিন্তাহরণ চট্টরাজ আর শ্রীলালমোহন সান্যাল বেটাইমে বেকায়দায় চারশো বিশ নম্বরের ভুলে ল্যাং খেয়ে শ্রীহীন ৬ হয়ে গ্যাছে। আর সেই ভুলের খেসারৎ দিতে গিয়ে বেচারা ধর্ম্মরাজের এত দিনকার চাকরী, পেন্‌সন নেবার সময় পর্য্যন্ত পৌঁছেও, প্রায় খতম হবার যোগাড় হয়েছে।

জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিল চিন্তাহরণের আয়ু আরও পঁয়ত্রিশ বচ্ছর আর লালমোহনের চল্লিশ। আনবার কথা ছিল পঁচাশি বছরের বুড়ো হেঁপো রুগী একটী লোককে। কোন খোঁজ খবর না করেই, স্রেফ বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে, চারশো বিশ নম্বরের দূত চিন্তাহরণ আর লালমোহনকে ধরে এনেছে।

সারা ডিপার্টমেণ্টে হৈ চৈ পড়ে গ্যাছে, বস্তা বস্তা খেরো বাঁধানো খাতা উঠ্‌ছে নামছে, অপমানে লাঞ্ছনায় ধর্ম্মরাজের মাথা গোলমাল হবার উপক্রম— আর চিন্তাহরণ লালমোহন গ্যাঁট হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বলছে—

"যামু না! আপনাগোর ভাটিখানার ইন্‌চার্জ কইর‍্যা দ্যান্ খামু, দামু, নাচ দেখুম্।

কিন্তু তাদের কথা শুন্‌লে তো আপিস চালানো যায় না, তাছাড়া চারশো বিশ নম্বরের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেণ্টাল শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হয়। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত পাঠানো হোলো চিন্তাহরণ আর লালমোহনকে—

কিন্তু এবারেও গোলমাল করলো চারশো বিশ নম্বর! আর তার ফলেই·····!

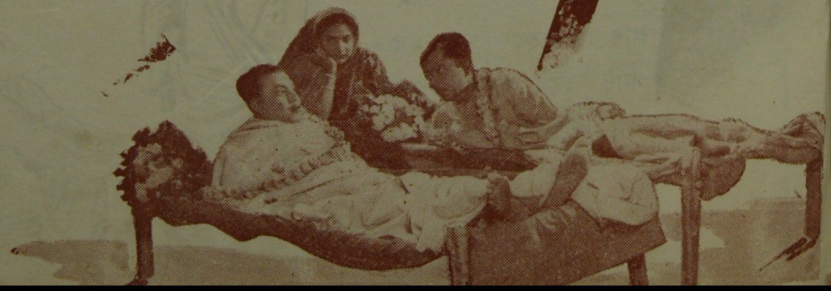

সঙ্গীত

সুরা বিনা প্রাণের বীণায়
সুর জমে কি হায়
স্বরগের এই সুধার আবেশ
মর্ম্মে যে জন পায়।
দিনগুলি তার স্বপ্ন মধুর
ছন্দে ভরে যায়।
ম্যন প্রাণ বিনা গায়ে তো ক্যয়সে
গায়ে সুজন গায়ে
প্রেম সুধারস জিসনে পিয়া
স্বোয়ার্গ কো উসনে হায় ঠুকরায়
প্রাণ হাসে জীবন মুসকায়ে
গায়ে সজন গায়ে।
ম্যনু সুখদি নিঁদনা আওয়ে
ম্যয় গিন গিন পাঁওয়া লিকা
সুজন দিয়াঁ রেজে উড়িকা
ক্যালেয়াজা ম্যন ঘাবরায়ে
জিনা প্রেম সুধা রস পিতা
উনা জানদু সুদকে কীতা
সানেয়াঁদি ইয়াদ্ সতাওয়ে
ম্যন সুখদি নিঁদনা আওয়ে

(২)

মধু রাতে বধু তুমি কাছে ডাকো
ভাল লাগে তুমি যবে পাশে থাকো।

তোমারে হারাই বুঝি
মনে শুধু এই ভয়,
এক তিল না হেরিলে
শত যুগ মনে হয়।
এসো আরো কাছে স'রে কথা রাখো।

লাজে নত মুখ খানি
শুধু আমি দেখি চেয়ে,
কবে নাকো কিছু মোরে
আজ এত কাছে পেয়ে।

তুমি আছ এ ভুবনে
হাসি গান আছে তাই,
আমি যে তোমার ভেবে
আপনারে ভুলে যাই,
তুমি ছাড়া কিছু আর জানি নাকো।

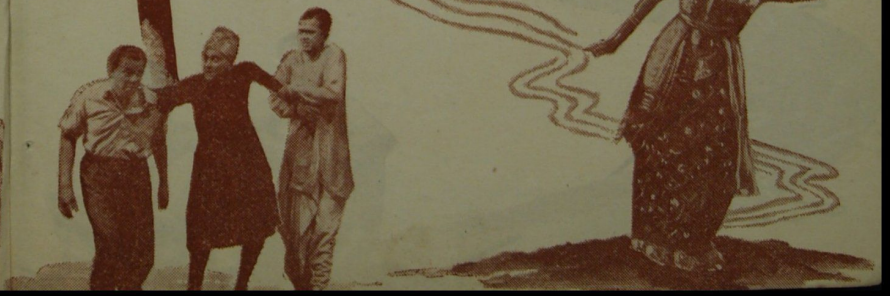

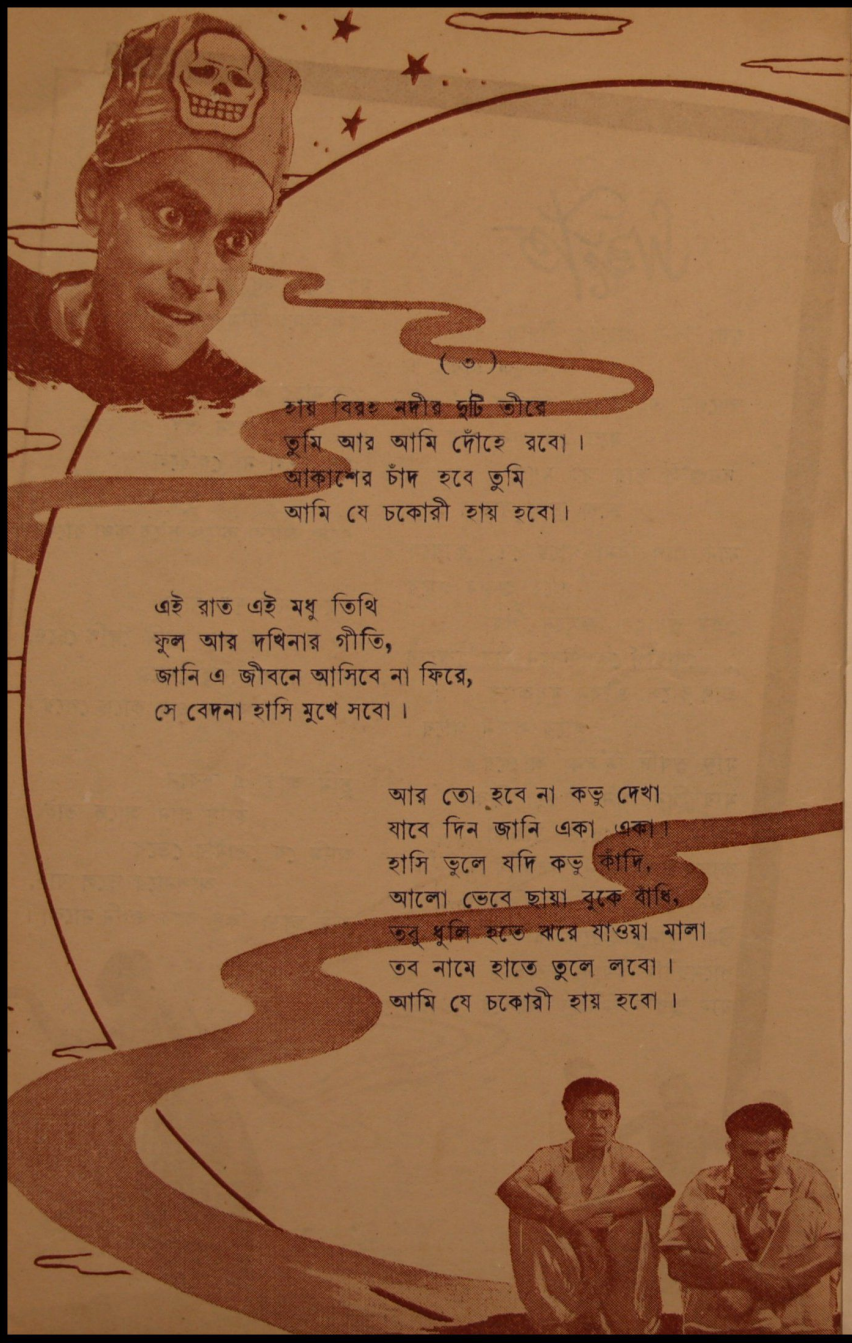

(৩)

হায় বিরহ নদীর দুটি তীরে
তুমি আর আমি দোঁহে রবো।
আকাশের চাঁদ হবে তুমি
আমি যে চকোরী হায় হবো।

এই রাত এই মধু তিথি
ফুল আর দখিনার গীতি,
জানি এ জীবনে আসিবে না ফিরে,
সে বেদনা হাসি মুখে সবো।

আর তো হবে না কভু দেখা
যাবে দিন জানি একা একা।
হাসি ভুলে যদি কভু কাঁদি,
আলো ভেবে ছায়া বুকে বাঁধি,
তবু ধুলি হতে ঝরে যাওয়া মালা
তব নামে হাতে তুলে লবো।
আমি যে চকোরী হায় হবো।

ভূমিকায় ঃ

ভানু বন্দ্যোঃ, জীবেন বোস,
মঞ্জু দে, শীলা পাল, নবদ্বীপ হালদার, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা,
অমর মল্লিক, মিহির ভট্টাচার্য্য, তরুণ কুমার, সন্ধ্যা দেবী,
আরতি দাশ, আশা দেবী, শান্তা দেবী, উষা দেবী,
নৃপতি চট্টোঃ, অজিত চট্টোঃ, সৌরীন ঘোষ,
প্রীতি মজুমদার, মনি শ্রীমানি, রতন,
শঙ্কর, ভানু রায়, মিনু ও
বিকাশ রায়

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

বাঙলা ছায়াচিত্রে বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা

উত্তম কুমার
সাবিত্রী চ্যাটার্জী

অভিনীত

অবধূত বিরচিত

বিকাশরায় প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিঃ এর

মরুতীর্থ হিংলাজ

পরিচালনা · বিকাশ রায় · সঙ্গীত · হেমন্ত মুখার্জী

• জনতা রিলিজ •